R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন ঃ ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০২ সাল। ৭ই জুন, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

পুর নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ নেতৃত্বহীনতা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ৩০ মে জঙ্গিপুর পুর নির্বাচনের ফল প্রকাশ পেলে দেখা গেল কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবী মত ১২টি আসনের কাছে পিঠেও দল যেতে পারলো না। কষ্ট সাধ্য জয়ের মধ্যে দিয়ে ৬টি আসন কোন ক্রমে তাঁদের দখলে এল। তার মধ্যে ১নং এ ব্যবধান ৩০, ৩নং এ ১৯৮, ৫নং এ ৩৬, ১১নং এ ২০০, ১৩নং এ ২৯২, ২০নং এ ১২৫টি ভোটের। সেখানে বামফ্রন্ট যেগুলিতে জিতেছে তার ব্যবধান ২নং এ ২০০, ৪নং এ ৭, ৬নং এ ৪৭২, ৭নং এ ৫৬, ৮নং এ ৭৬, ৯নং এ ৯৭, ১০নং এ ২০০, ১২নং ও ৯১৫, ১৪নং এ ২৬১, ১৫নং এ ২১৮, ১৬নং এ ১১১, (বিজেপি দ্বিতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ব্যবধান ৩৮৯), ১৭নং এ ৮৯৯, ১৮নং ৩৩৫টি ভোটের। কংগ্রেস ১৬ ও ১৯ এ তৃতীয় স্থানে। তাঁদের পক্ষে মোট ভোট প্রদত্ত হয়েছে ২৮৩ ও ২৪৫ যথাক্রমে। যেখানে ১৬নং এ বামফ্রন্টের শরীক সিপিআই পেয়েছে ৬৭২ এবং দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি পেয়েছে ৫৬১। ১৯নং এ জয়ী এসইউসি পেয়েছে মোট ৭৭৮ এবং দ্বিতীয় হয়ে বামের সিপিএম পেয়েছে ৭৫২। নির্বাচনী ফলাফল থেকে দেখা যায় এবারের পুরো নির্বাচনের ক্ষেত্রে পঃ বঙ্গের কংগ্রেসী ঝড় এসে প্রচণ্ড বাধায় থমকে চুরমার হয়েছে জঙ্গিপুরে। এখানকার ফলাফল শুধু কংগ্রেসের পরাজয় ঘোষণা করছে না, ঘোষণা করছে কংগ্রেসের বিপর্যস্ত চেহারার প্রকৃত রূপটি। বাম দলের কয়েকটি আসনে পরাজয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে শরিকী মতান্তর। যেমন ৫নং এ ফঃ ব্লকের বিরুদ্ধ প্রার্থী দেওয়া। যার ফলে ১৩১টি ভোট পড়েছে ফঃ ব্লকের বাক্সে। যেটা না ঘটলে আরএসপি (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হাসপাতালের সর্বত্র প্রশাসনিক অব্যবস্থা
নার্সেস হোষ্টেলের জীর্ণদশা দেখার কেউ নেই

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মহকুমা হাসপাতালটির প্রশাসনিক ব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গনের মুখে বলে মনে হয়। হাসপাতাল সুপারের বহু অনীতির কথা আমাদের পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও কোন উন্নতি হচ্ছে না। এতেই অনুমান করা যায় সুপারের খুঁটির জোর উপরতলায় জবরদস্ত্। প্রশাসনিক ব্যর্থতার নজিরগুলির মধ্যে অন্যতম হাসপাতাল সংলগ্ন নার্সেস্ হোষ্টেলের সঙ্গীন অবস্থা। পাকা ছাদ ফেটে জল চুঁয়ে পড়ে, ছাদ ও দেওয়ালের চুন বালির আস্তরণ খসে খসে পড়ছে। যে কোন সময় প্রাণহানি ঘটতে পারে। কিন্তু এর মধ্যেই নার্সরা বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই হাসপাতাল চালু হওয়ার পর থেকে প্রায় বিগত দশ বছর কোন রকম মেরামতি কাজ নাকি হয়নি এই কোয়াটারগুলিতে। ৬৫ বেডের হাসপাতালের ২০ জন সিষ্টারের থাকার জন্য এই নারসিং ষ্টাফের হোষ্টেল তৈরী হয়েছিল। এখন এই হাসপাতালের বেড সংখ্যা ২৫০ এবং সেই অনুযায়ী সিষ্টারও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু হোষ্টেলের চেহারা পাল্টায়নি। হোষ্টেলটি দোতলা হবার কথা হলেও কোন পরিবর্দ্ধন আজ পর্যন্ত হয়নি। বর্তমানে প্রায় ৫৬ জন সিষ্টার প্রতি ঘরে তিনজন করে গাদাগাদি অবস্থায় ওখানে বাস করেন। ঘরগুলির এই জীর্ণ দশার প্রতিকার না হওয়ায় তাঁরা দুঃশ্চিন্তার মধ্যে বাস করছেন। অন্যদিকে কোয়াটারে যাবার পথে আলোর ব্যবস্থা অপ্রতুল। ফলে রাতে ডিউটি সেরে অন্ধকারের মধ্যে হোষ্টেলে ফিরতে হয়। নিরাপত্তা বিঘ্নিত (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ষ্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত জঙ্গিপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিশেষ সূত্রে জানা যায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল ষ্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত হচ্ছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের বেশ কয়েকটি হাসপাতালকে ষ্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র জঙ্গিপুর হাসপাতাল এই সুযোগ পাচ্ছে বলে খবর।

তছরূপের দায়ে ডাকপাল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় ম্যাকেঞ্জী পার্ক সাব পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার সুব্রত মুখার্জী এন, এসসি ও আর, ডির টাকা তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন বলে জানা যায়। খবর তিনি আর ডি পাশ বুকের ৭০০ টাকা ও সঞ্চয় সার্টিফিকেটের ৪ হাজার টাকা সরকারের হিসাবে দেখাননি। পরে জঙ্গিপুর মহকুমার ডাক পরিদর্শক ঐ তছরূপের ঘটনা ধরতে পেরে চাপ দিলে এন, এস, সির ৪ হাজার টাকা ডাকপাল জমা দেন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে সরিয়ে বড় (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নৃশংসভাবে যুবক খুন একজন ধৃত

জঙ্গিপুর ঃ গত ২ জুন নয়ামুকুন্দপুর গ্রামের ঈদরীশ সেখের ছেলে আসামুদ্দিন সেখের (১৬) মৃতদেহ তাদের পাটের জমিতে পাওয়া যায়। মৃতের হাতে, গলায়, বুকে ধারালো অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। দেহের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতে বোঝা যায় তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তবে মৃতদেহ যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে রক্তের স্বল্পতা দেখে পুলিশের সন্দেহ তাকে অন্যত্র খুন করে সেখানে ফেলে রাখা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০২ সাল

॥ অভিনন্দন ॥

জঙ্গিপুর পুরসভার নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। বামফ্রন্ট পুরবোর্ড গঠন করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বামফ্রন্ট ১৩টি আসন লাভ করিয়াছে; সেক্ষেত্রে কংগ্রেস পাইয়াছে ৬টি এবং এস ইউ সি ১টি আসন। পুরবোর্ড গঠনের পূর্বে নির্বাচিত সদস্যদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে নানা কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। জঙ্গিপুর পুরসভায় এইরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। সিপিএম এককভাবে ৮টি আসন পাইয়াছে; বামফ্রন্টের অন্য শরিক ৩টি আসন পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও সিপিএম সমর্থিত নির্দল সদস্য একজন এবং বামফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল সদস্য একজন আছেন। সুতরাং অন্যভাবে জোটবদ্ধ হইবার সুযোগ আদৌ নাই।

২০টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে প্রার্থী দিয়া কংগ্রেস মাত্র ৬টি আসন লাভ করিয়াছে। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকিলে হয়ত আরও একটু ফল ভাল হইত। সিপিএম ১০টি ওয়ার্ডে নিজ দলীয় প্রার্থী দিয়া ৮টিতে জয়ী হইয়াছে। এই নিরীখে সিপিএম এর কর্মকুশলতা লক্ষণীয়। নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে এই দল অপরাপর দলের তুলনায় যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ও বিজেপি দলের যে সব প্রার্থী ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই দলের জন্য কর্মকুশলতার সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা নাই বলিয়া অনেকের ধারণা। বিজেপি ১০টি ওয়ার্ডে প্রার্থী দিয়াছিল। কিন্তু কোন প্রার্থী জয়ী হইতে পারেন নাই। পাঁচটি ওয়ার্ডে এই দলের প্রার্থীরা তিন অঙ্কের ভোটও পান নাই। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহর দুইটিতে বিজেপি দলের সভাগ দৃঢ় নেতৃত্বের অভাব রহিয়াছে।

যাহা হউক, নির্বাচন শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই পুরবোর্ড গঠিত হইবে। জঙ্গিপুর পুরসভাধীন এলাকায় নানা উন্নয়নমূলক কাজ এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। রাস্তা, পয়ঃ-প্রণালী, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মাণ, রঘুনাথগঞ্জ শহরে বাসষ্ট্যাণ্ড নির্মাণ প্রভৃতির কাজ নবগঠিত পুরবোর্ড সম্পূর্ণ করিবেন এই আশা পোষণ করিয়া নবনির্বাচিত কমিশনারগণকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

জঙ্গিপুরে জনগণের আপেক্ষিক রায় ফ্রন্ট ঐক্য বিরোধী

গোপাল সাহা

জঙ্গিপুর পৌরসভার একশো পঁচিশতম বর্ষপূর্তির শেষে পৌর নির্বাচন শেষ হল। ফল প্রকাশিত ও জ্ঞাত। ফ্রন্ট একক সংখ্যা গোরিষ্ঠ। ফ্রন্টের এই জয় কি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন? তা অবশ্যই বিবেচ্য। গণতন্ত্রে যেহেতু জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায়ের প্রবণতা তাৎপর্যপূর্ণ, সুতরাং কোন দলের জয়ের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। কারণ অনুকূল সাময়িক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততাকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা আজ সর্বত্র লক্ষণীয়। এই শহরে ফ্রন্টের জয় এই গাইড লাইনকে অনুসরণ করেই এসেছে।

প্রথমতঃ এ বছর মাস খানেক পূর্বে ফ্রন্ট বোর্ডের পরিচালনায় একশো পঁচিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি সুষ্ঠু অনুষ্ঠান হয়ে গেল যার শতকরা একশো ভাগ প্রচার ফ্রন্টের অনুকূলে।

দ্বিতীয়তঃ নিয়মানুযায়ী পৌরসভার যে ওয়ার্ড বিভাজন করা হয়েছিল, তা বিজ্ঞ.ন-সম্মতভাবে ফ্রন্টের অনুকূলে। তৃতীয়তঃ, যে পঞ্চায়েত অঞ্চল পৌরসভার অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে তার অতীত ফল ছিল ফ্রন্টের পক্ষে। অর্থাৎ কমিটেড ভোটার দ্বারা ফ্রন্ট ভোট ব্যাংক ভারি করেছিল। চতুর্থতঃ, প্রাক ভোটের শেষ পর্যায়ে আর্থিক অনুদান বা অন্যান্য সাহায্য। (অভিযোগ)। পঞ্চমতঃ, ভোটের পূর্ব মুহূর্তে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে উন্নয়ন-মূলক কর্মব্যস্ততা। ষষ্ঠতঃ, ট্রেইণ্ড ক্যাডার দ্বারা উন্নত প্রচার প্রক্রিয়া। সপ্তমতঃ, মহিলা সংরক্ষণের প্রেক্ষাপটে নারী সংগঠনের মহিলা প্রার্থীর মনোনয়ন। অন্য দলের এ সুযোগ নগণ্য। সর্বোপরি, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার অনুকূল প্রয়োগ। তাছাড়া পূর্বনির্বাচিত পরিচিত প্রার্থী, কংগ্রেসী গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, নির্দল প্রার্থীদের ফ্লোটিং ভোটার ক্যাপচার ও উন্নত ভোটিং মেশিনারী ফ্রন্টকে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জয়ে সাহায্য করেছে। ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডে ফ্রন্টের জয়ের প্রধান কারণ নির্দল প্রার্থীর উপস্থিতি। ১৬ তে বিজেপির পরাজয়ের কারণ গত বছরের তুলনায় কংগ্রেসের অধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্তি। যা ফ্রন্টকে জয় এনে দিয়েছে। উল্লেখিত অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও সংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ উভয় ক্ষেত্রে জনগণের রায় ফ্রন্টের বিপক্ষে বেশী।

সরণী—১

জঙ্গিপুর পৌরসভা	মোট পোল	ফ্রন্ট ঐক্য	ফ্রন্ট বিরোধী
শহর জঙ্গিপুর	১৯,৬৬৯	৯৭৭৭	৯৮৯২
শহর রঘুনাথগঞ্জ	১৩,৯০০	৬৫২০	৭৩৮০
উভয় ক্ষেত্রে মোট	৩৩,৫৬৯	১৬,২৯৭	১৭,২৭২

ফ্রন্ট ঐক্য যেখানে মোট ভোট পেয়েছে ১৬,২৯৭, ফ্রন্ট বিরোধী ভোট পড়েছে ১৭,২৭২টি।

সরণী—২

(শতকরা হিসাব)

জঙ্গিপুর পৌরসভা	ফ্রন্ট ঐক্যের সংগ্রহ	ফ্রন্ট বিরোধীর সংগ্রহ
শহর জঙ্গিপুর	৪৯.৭০	৫০.৩০
শহর রঘুনাথগঞ্জ	৪৬.৯০	৫৩.১০
উভয় ক্ষেত্রে	৪৮.৫৫	৫১.৪৫

শতকরা হিসাবে ফ্রন্টের পক্ষে ৪৮.৫৫, ফ্রন্টের বিপক্ষে ৫১ ৪৫ হারে ভোট পড়েছে।

এ তো দৃশ্যতঃ। অদৃশ্য। অর্থাৎ যে সকল ভোট পোল হয়নি তার অধিকাংশই ফ্রন্ট বিরোধী ভোট। এই প্রবণতা সফল হলে ফ্রন্ট দুর্গ একটা বড় ধরনের ধাক্কা খেত। তাছাড়াও এই নির্বাচনে ফ্রন্টের মারাত্মক বিপর্যয় ১৯ এবং ২০নং ওয়ার্ডে। একদিকে পঞ্চায়েত সদস্যা সন্ধ্যা সরকারের পরাজয়। অন্যদিকে পঞ্চায়েত সহ-সভাপতি মুক্তি ধরের (আরএসপি) ১২৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজয়, ফ্রন্টের সামগ্রিক জয়ের চাইতে অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চায়েত জনগণের পরিবর্তিত মতামতটি এখানে পরিষ্কার। এবং তা ফ্রন্ট বিরোধী। সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় ফ্রন্টের বিপক্ষে।

রাজীব গান্ধীর মূর্তি স্থাপন ব্যবস্থা

ফরাক্কা ঃ রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল ফাউণ্ডেশন কমিটি ফরাক্কাতে রাজীব গান্ধীর মর্মর মূর্তি স্থাপন করছেন বলে জানা যায়। ফাউণ্ডেশন কমিটির ফরাক্কা শাখা মূর্তি স্থাপনের ব্যয় ও সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজের সাহায্যের জন্য যাত্রা অনুষ্ঠান করান। এই অর্থ কলেজ কমিটিকে দানও করা হয়। ফুটবল ময়দানের নিকট মূর্তি স্থাপনের অনুমতি চেয়ে ফাউণ্ডেশন কমিটি আবেদনও করেছেন ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের কাছে বলে জানা যায়। আগামী ২০ আগষ্ট মূর্তি বসানোর দিন ঠিক হয়েছে।

মধ্যবিত্তের শ্বশুর ষষ্ঠী

সাধন দাস

ক্যালেণ্ডারের পাতায় মে দিবস, শিশু দিবস, নারী দিবস-এর মতো 'জামাই দিবস' কবে বলুন তো? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন—জামাইবাবাজীদের জন্য বছরের একটা দিন পাকাপোক্তভাবে বরাদ্দ—জামাইষষ্ঠী। এই একটা দিন তারা হিটলারের চেয়েও বড়ো। শাস্ত্রজ্ঞরা যে রসজ্ঞও ছিলেন, তার প্রমাণ পাই—তারা 'জামাই-ডে' এমন একটা সময়ে বেছেছেন, যাতে বাবাজীরা ফাদার-ইন-ল'র ঘাড় মটকে বছরের শ্রেষ্ঠ ফল আমের পিণ্ডি চটকে আসতে পারেন। আইটাই গরমে নিরিমিষ্যি খেয়ে খেয়ে জামাইবাবাজীদের যখন পিঠভরা ঘামাচি চুলকে চুলকে রক্তবর্ণ, প্রয়োজন শ্যালিকাদের শান্তিপ্রলেপ, দু'বেলা লেলতেশাক আর পুঁইডাঁটার চচ্চড়িতে রসনেন্দ্রিয়তে কালশিটে পড়ে গেছে, ঠিক তখনই বৃষ্টিভেজা গুটিগুটি পায়ে আসে অরণ্যষষ্ঠী ওরফে জামাইষষ্ঠী। মেয়ে-জামাই-এর শুভাগমনে শাশুড়ীর শ্বাস না উড়লেও এই মাগগি-গণ্ডার বাজারে শ্বশুরের শ্বাস সত্যি সত্যিই উড়ে যায়। বাবাজীদের আর চিন্তা কি! যে জামাই দু'দিন পর নগদ শ্বশুর হবে, সে-ও হতভাগা পাকা চুলে কলপ দিয়ে, গিলে করা পাঞ্জাবীতে আতর ছড়িয়ে, ধুতির কোঁচাটি পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে, গোটা পাঁচছয় টেপি-বুঁচি-ন্যাপা-গোপা-র আঙ্গুল ধরে অসুরের মতো শ্বশুর গৃহে অবতীর্ণ হন। বড় জামাই-এর অনুগামী হন কোট-প্যাণ্ট চুড়িদারে সুসজ্জিত মেজ-সেজ-নও ইত্যাদিরা। বেচারা শ্বশুর জামাই-বাবাজীদের আপ্যায়নের কোনো কসুর করেন না ঠিকই, কিন্তু আড়ালে তার নেংটি খুলে যায়। গদগদ গিন্নীর মুহুর্মুহু বিধ্বংসী বোলিং থেকে বাঁচতে বাজারে যেতে হয় বটে, কিন্তু বাজারে কোনো জিনিসে হাত দেবার জো নেই। প্রতিদিনকার মাছ-ওয়ালা অসভ্যের মতো চিৎকার করে—'ও জেঠু, এদিকে আসেন, চিতলের পেটিটা আছে, আরে জামাইকে তো বছরে একদিনই খাওয়াবেন।' গলা নামিয়ে টিপপনী কাটে মাছওয়ালা—'সতী-লক্ষ্মীরা বছরভোর সুখে থাকবে। কিন্তু দর শুনে হাত বাড়িয়েও ইলাসটিকের মতো তক্ষুনি হাত গুটিয়ে যায় প্রবীণ শ্বশুরমশাই-এর। মাছ তো নয়, অগ্নিষফুলিঙ্গ! ভাজা হয়েই আছে, তেলে দেবার দরকার নেই।

দই আর মিষ্টির হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে রান্নাঘরে পেঁয়াজের খোসার উপর চিৎপাৎ হয়ে গিন্নীকে বলেন—'ওগো শুনছো, থার্ড অ্যাটাকটা বোধ হয় আজই হয়ে যাবে।' শাশুড়ী গরম তেলে ইলিশের পেটিগুলো ছাড়তে ছাড়তে ঝনঝনিয়ে ওঠে—'ঢং, তুমি যখন জামাই ছিলে, তখন প্রত্যেক বছর জামাই-ষষ্ঠীতে বাবা তোমাকে নিয়ে গিয়ে শান্তিপুরী ধুতি দিয়েছে, পাঞ্জাবী দিয়েছে। জামাইষষ্ঠীতে গিয়ে একমাস করে থাকতে, মনে নেই?'

—'তোমার বাবার সবেধন নীলমনি আমিই ছিলাম, আমার মতন পঙ্গপাল থাকলে বুঝতেন জামাইষষ্ঠী কাকে বলে। এই ছাখো না, বড় জামাই, বয়স পঞ্চাশে গিয়ে ঠেকলো, চুলে পাক ধরেছে, এখনো আক্কেল হল না!!'

ছোট মেয়ে জামাই কিছুক্ষণ আগে ঢুকেছে। রান্নাঘরে বাবার গলা পেয়ে ছুটে গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে যুগলে পেন্নাম ঠোকে। ছোট মেয়ে কলকলিয়ে বলে ওঠে—'ওঃ, পথে কি ধকল গেল বাবা, তোমার জামাই-এর ছুটি এত কম যে মন খারাপ করলেও উপায় থাকে না। এবার বড় সাহেবকে ম্যানেজ করে একমাসের ছুটি পেয়েছে।' মেজ মেয়ের ছোট ছেলেটি লজেন্সের লালাঝোলায় জামা আর মুখ মাখিয়ে তড়বড় করে বলতে থাকে—'দাদু, মাকে ছাড়ি দিয়েছ, মাছিকে ছাড়ি দিয়েছ, আমাদের এবার জামাপ্যাণ্ট দিতেই হবে।' সেজ জামাই পাটের বড় দালাল, সে বাড়ি ঢুকে টিপ করে একটা প্রণাম করেই স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল—'কল্যাণী, ট্যাক্সিটা ওয়েট করছে, বাবাকে বলো ভাড়াটা যেন....'

'বাবা' তখন ধুলোমাখা বাঁ হাত খানা ছেঁড়া গেঞ্জীর ভেতর ঢুকিয়ে পরখ করেন—হার্টটা থেমে গেছে, নাকি এরপরেও চলছে! ছ-ছটা ব্যাটেলিয়ান যেভাবে শ্বশুরের রণ-ক্ষেত্রে অসুরের মতো দাপাদাপি আরম্ভ করেছে, তাতে....হার্টেরও তো একটা সহ্য-ক্ষমতা আছে। করুণ চোখে শ্বশুর ভাবেন—এই দিনটার নাম কে যে রেখেছে জামাই-ষষ্ঠী, আসলে এর নাম হওয়া উচিত ছিলো 'শ্বশুরষষ্ঠী', আরো ভালো করে বলতে গেলে—বলতে হয় 'শ্বশুরের গুষ্ঠির ষষ্ঠি'! হায় রে, পাঁজিতে এর বদ্‌লা নেবারও তো কোনো নির্ঘণ্ট রাখেননি মনু যাজ্ঞবল্ক্য-রা! হাল আমলের মধ্যবিত্ত শ্বশুর হলে ওরা বুঝতেন ঘটা করে পাঁজিতে 'জামাইষষ্ঠী' রাখার ঠ্যালা কতোখানি! জামাইষষ্ঠীর অলুক্ষুনে ভোরে থলে হাতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে তো ১৪০ দরে ইলিশ কিনতে হয়নি, তাহলে বুঝতেন কতো ধানে কতো চাল! বাড়িতে পান্তাভাত আর কাঁচালংকা না জুটুক, শ্বশুরের ফাইভ ষ্টার হোটেলে সেদিন ওরা প্রিন্স, শালাশালীরাও হলুদবাটা হাতে জামাইবাবুদের দেহমন রাঙিয়ে দিতে সদা ব্যস্ত! এদিকে গরদের শাড়িতে গদগদ শাশুড়ীর অরণ্যষষ্ঠির ডালায় তখন রাঙা খেজুর, কালোজাম, লাজনম্র রক্তিম লিচু, হলুদবর্ণ তরুণী খিরসাপাতী আম আর বেচারা শ্বশুর তখন গামছা পিন্ধিয়া মেলাতে থাকেন দিনের ব্যালান্স-শীট!

বুঝবে, বঝবে—ওরাও একদিন বুঝবে!

হে ঈশ্বর, ওদেরও ৪-৫টা করে মেয়ে হোক, দই মাছের বাজার আরো আগুন হোক, তখন ওরাও বুঝবে—জামাইষষ্ঠি আসলে শ্বশুরষষ্ঠি কি না!

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নূতন কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা: মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এক নূতন শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিক্ষা কর্মসূচীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নিয়মিত পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। খবরে জানা গেছে জেলার "রিসোর্স পারসন" (বিশিষ্ট শিক্ষক নিয়ে গঠিত) কর্তৃক বিদ্যালয়গুলিতে ধারা-বাহিকভাবে পরিদর্শনের কাজ চলবে। উল্লেখ থাকে যে, এতদিন ধরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিদর্শনের কাজ অবহেলিত ছিল। এর ফলে বিদ্যালয়গুলি চলতো নিজের খেয়ালখুশীতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত মাসে এই উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ সভাকক্ষে সমস্ত "রিসোর্স পারসন"-দের নিয়ে একটি জরুরী সভা হয়। উক্ত সভায় প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের তদর্থক কমিটির সভাপতি অরুণ ভট্টাচার্য্য এই পরিদর্শনের কথা ঘোষণা করেন এবং এ ব্যাপারে "রিসোর্স পারসন"দের সহ-যোগিতা কামনা করেন। তিনি আরো বলেন শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তাঁরা নূতন শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু নানারকম প্রতিবন্ধকতার (মামলাজনিত) জন্য তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। তাই আপাততঃ যা শিক্ষক আছেন তাই দিয়ে কাজ চালাতে অনুরোধ করেন। খবরে প্রকাশ "রিসোর্স পারসন" দ্বারা গঠিত একটি "টিম" স্কুলে স্কুলে গিয়ে যেমন শিক্ষকদের নিয়মিত হাজিরার দিকে লক্ষ্য রাখবেন তেমনি তাঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি শুধরে দেবেন। "রিসোর্স পারসন"রা এই কাজ বিনা পারিশ্রমিকে শুধু-মাত্র যাতায়াতের খরচ নিয়ে করবেন বলে জানা যায়।

'শিল্পনগরী' পাক্ষিকের ২য় বর্ষ পূর্ত্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১৮ মে ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশন সেণ্টারে স্থানীয় পাক্ষিক শিল্পনগরী পত্রিকার ২য় বর্ষ পূর্ত্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে যোগ দেন ফারাক্কা ব্যারেজের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এ কে ঘোষ, বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন ও জেলা সাংবাদিক সংঘের অমলেন্দু সরকার।

উপনির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী বামফ্রন্ট পঞ্চায়েত সমিতিতে সমান সমান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৪ জুন জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট অধিক আসন পেল। পঞ্চায়েত সমিতিতে ১টি কংগ্রেস ১টি সিপি এম।

ব্লক	গ্রাম পঞ্চায়ত	বিজয়ী
রঘুনাথগঞ্জ ১নং	জামুয়ার ২নং	সিপিএম
ঐ ২নং	জোতকমল ৪/৭	কংগ্রেস
সুতী ১নং	আহিরণ	ঐ
ফরাক্কা	অর্জুনপুর	সিপিএম
সাগরদীঘি	মোরগ্রাম ১০	আরএসপি
ঐ	গোবর্দ্ধনডাঙ্গা ১	সিপিএম

(রঘুনাথগঞ্জ ২নং সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী)

ব্লক	পঞ্চায়েত সমিতি	বিজয়ী
সামসেরগঞ্জ	ভাসাই পাইকর ১৫	সিপিএম
সাগরদীঘি	বোখারা ২/২৭	কংগ্রেস

নৃশংসভাবে যুবক খুন একজন ধৃত (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। খবর আসামুদ্দিন ১ জুন রাতে শ্যালো চালিয়ে পাটের ক্ষেতে জল দেবার সময় তাকে ধরে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় এবং নৃশংসভাবে হত্যা করে আবার ওদের জমিতেই ফেলে দেওয়া হয়। মৃত দেহের কিছুটা দূরে রক্তমাখা কাপড় পাওয়া যায়। তদন্তে পুলিশ গ্রামের সেরাজ সেখকে গ্রেপ্তার করে।

প্রশাসনিক অব্যবস্থা (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হওয়ার আশংকায় তাঁরা সব সময়েই ভীত। কিছুদিন পূর্বে জনৈকা নার্স ডিউটি সেরে কোয়াটারে ফেরার পথে এক মাতালের খপ্পরেও পড়েন বলে জানা যায়। তদুপরি হাসপাতালের বাউণ্ডারী সংলগ্ন চায়ের দোকান বা হোটেলগুলি সম্বন্ধে রীতিমত বদনাম রয়েছে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই মদ ও অন্যান্য নেশার ঠেক বলে অভিযোগ। পুলিশ বা প্রশাসন সব জেনেও বিস্ময়করভাবে চুপচাপ। নার্সিং হোষ্টেল সংস্কারের দাবী নিয়ে ডিরেক্টর অফ হেলথের কাছে স্বাস্থ্যকর্মী ফেডারেশন ডেপুটেশন দিয়েও কিছু করাতে পারেননি। পি ডাব্লু ডি থেকে একটা সরজমিন অবজারভেশন করা হলেও কাজ শুরু আজও হয়নি।

তছরূপের দায়ে ডাকপাল (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ডাকঘরে যোগ দিতে বলা হয়। এর পর তদন্তে আরও ৭০০ টাকা আর ডিতে তছরূপ ধরা পড়ে। কিন্তু তা আজও আদায় করা সম্ভব হয়নি। কেননা ডাকপাল এখন পর্যন্ত বড় ডাকঘরে কাজে যোগই দেননি। এবং বর্তমানে তিনি কোথায় তাও জানা যায়নি।

জায়গা বিক্রয়

উমরপুর N. H. 34 বহরমপুরগামী রাস্তার ডান পার্শ্বে গরুর হাট সংলগ্ন ১০ কাঠা জায়গা বিক্রয় করা হইবে। যোগাযোগের স্থান :

গৌতম ফার্মেসী

রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতাল মোড়, ফোন—৬৬২৮১

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়িতে বসতজমি কাঠামত প্লট হিসেবে বিক্রী হচ্ছে। যোগাযোগের স্থান—**বিকাশ ধর, 'মৌমিতা'** (রেডিমেড পোষাকের দোকান) বাগানবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ ফোন : ৬৬২৪৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বজ্রাঘাতে কিশোরের মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৪ জুন দুপুরে এই থানার অন্তর্গত বাঘা গ্রামের মাঠে বজ্রাঘাতে এক কিশোরের মৃত্যু হয়। জানা যায় ১৩ বছরের ঐ ছেলেটির নাম ভোটার সেখ। উমরপুর গ্রামের সোবরাতি সেখের ছেলে। মাঠে মোষ চড়াতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা।

কংগ্রেসের বিপর্যয় (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সহজেই জয়ী হতো। ওয়ার্ড নং ১৬ এবং ১৭তে গোপনে আর এস পির এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে কুন্তী মণ্ডল ও অনাদি নাথের স্বপক্ষে প্রচার করতে দেখা গেছে। যদিও তাতে ওখানে তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি, তবুও তার বদলা ২০নং এ ফঃ ব্লকের জনৈক নেতার বিরোধিতায় প্রায় ৭০-৮০টি ভোট আর এস পির বিরুদ্ধে গিয়ে প্রার্থীর ক্ষতি করেছে। তবুও সামগ্রিকভাবে ফ্রন্টের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার প্রচেষ্টা ফুটে ওঠে। কিন্তু কংগ্রেস একক দল হয়েও এমনভাবে বিপর্যস্ত হলো কেন? বেশ কিছু অভিজ্ঞ কংগ্রেসীর মতে এ বিপর্যয়ের কারণ কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব করার মত বা লড়াই পরিচালনা করার মত ব্যক্তিত্বের অভাব। বিশেষ করে পুর শহরের মধ্যে কোন নেতাকেই পরিচালনাভার না দিয়ে রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা নেতৃত্ব বুদ্ধিহীনতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তদুপরি রণকৌশল নির্দ্ধারণে স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিরোধী পক্ষের শক্তিকে উপেক্ষা করে প্রতিটি নেতাই নিজের মনোমত যাকে তাকে প্রার্থী নির্দ্ধারণ করায় এ বিপর্যয় অনিবার্য্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কংগ্রেসের স্থানীয় বিভিন্ন সহসংগঠনের কাউকেই তাঁরা পুর প্রার্থী মনোনয়ন কমিটিতে রাখেননি। এমনকি পরিচালন কমিটির ক্ষেত্রে রাজ্যের অনুমোদনও নেওয়ার নাকি প্রয়োজন বোধ করেননি কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন বিধায়ক হাবিবুর রহমান ও মহঃ সোহরাব। তাঁরা নিজেদের পছন্দমত পুর শহরের বাইরের জনৈক আলীবর্দী মিঞাকে পুর প্রার্থী মনোনয়ন কমিটির সেক্রেটারী ও বিনয়ভূষণ সিংহ রায়কে চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। যেটা স্থানীয় কর্মী ও নেতাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। আলী দীর বাড়ী লক্ষ্মীজোলা ও বিনয়বাবুর বাড়ী বজরাখালি। তাঁরা কেউই পুর শহরের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নন। ফলে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন গোলমাল ওঠে। প্রার্থী নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় ভবিষ্যতে যদি কংগ্রেসকে বোর্ড গঠন করতেই হয়, তবে কে সেই দলের নেতা হবেন এ চিন্তা কমিটি একেবারেই করেননি। তাঁদের ধারা দেখে মনে হয় তাঁরা প্রথম থেকেই লড়াই না লড়াই এই মনোভাব নিয়েছিলেন। তার উপর বর্তমান পুর বোর্ডের কংগ্রেসের জবরদস্ত নেতা ও রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল এবার যে কোন কারণেই হোক প্রার্থী হননি, কিন্তু প্রার্থীদের হয়ে প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে ছেলে-মানুষের মত লড়াই পরিচালনা করেছেন। তাঁর মধ্যে প্রথম লক্ষ্য করা যায় নিজের মনোমত প্রার্থীদের দাঁড় করিয়ে তাঁদের জয়লাভের প্রয়োজনে ব্যর্থ প্রচেষ্টা। তাঁর আত্মম্ভরিতা, অহেতুক বিরোধী পক্ষের প্রার্থীর উপর ব্যক্তিগত বাক্যবাণ প্রয়োগ মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তার ফলেই ১৭নং এ ফঃ ব্লক প্রার্থীকে অপ্রত্যাশিত ব্যবধানে জয়ী করে দেয়। শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল কোন রকমে ২০ নং ওয়ার্ডে এক রকম সম্মান রক্ষার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ে এস ইউসির সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হন। ১৯ নং এ এস ইউসিকে কংগ্রেসের ভোট এবং তার বদলে ২০ নং এ এস ইউসি ভোট কংগ্রেসকে পাইয়ে দেবার অলিখিত চুক্তি হয়। ফলে ১৯ নং এ এস ইউসি মাত্র ২৬ ভোটে এবং ২০ নং এ কংগ্রেস আর এসপিকে ১২৫ ভোটে পরাজিত করে। কিন্তু এর ফলে কংগ্রেসের ভাবমূর্ত্তি যে একেবারে ধূলিসাৎ হলো এটা শ্রীঘোষাল ভেবে দেখেননি। বিশ্লেষণে বোঝা যায় কংগ্রেসের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ শক্ত হাতের নেতৃত্বের অভাব এবং নিজ ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার অপচেষ্টা।